বাংলা ইউনিকোড (অভ্র): যেভাবে কম্পিউটারকে বাংলাময় করা যায়

আমরা অনেকেই হয়তো আগে বাংলা লেখার জন্য বিজয় কিবোর্ড ব্যবহার করেছি। বিজয় হল শুধু বাংলায় লেখালেখির সফটওয়ার যা দিয়ে শুধু লেখার কাগজ যেমন- মাইক্রোসফস অফিস, ফটোশপ অতিসামান্য ইত্যাদীতে লেখা যায়। এর মাধ্যমে আমাদের বাংলা লেখার ক্ষেত্র শুধু কম্পিউটার বক্সেই সীমাবদ্ধ। ইউনিকোড ব্যবহারের মাধ্যমে এই সীমাবদ্ধতা ভেঙ্গে এখন যে কোন যায়গায় বাংলা লেখা যায়। এবং বলা চলে ইউনিকোড ছাড়া ইন্টরনেটে বাংলাবাজি প্রায় অসম্ভব। কারন বিজয় দিয়ে লেখা ইন্টরনেটে প্রদর্শিত হয় না। ইউনিকোডে কনভার্ট করে প্রকাশ করা যায়। কনভার্ট করার বাড়তি ঝামেলা কেন করব যদি সরাসরি ইউনিকোডে লেখা যায়।

কম্পিউটারকে ইউনিকোড উপযোগী করতে হলে ইউনিকোড সফটওয়ার অভ্র ইন্সটল করতে হবে। কাজটি খুব সহজ- ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করা এবং ইন্সটল করা। বিজয়ের নতুন ভার্শন বিজয় ৫২তে ইউনিকোডের ব্যবস্থা আছে, তবে তা নিতান্তই গো-খাদ্য। অভ্র কিবোর্ডের মাধ্যমে যা যা যায়-

১. বাংলা ডকুমেন্ট লেখা। নতুন কোন কিবোর্ড লে-আউট শিখতে হবে না। এখানে বিজয় পুরো পাবে ইউনিজয় নামে, বরং বিজয়ের চে বেশি কিছু সুবিধা আছে।

২. ইন্টারনেটে যে কোন যায়গায় যেমন, ব্লগ, উইকিপিডিয়া, ফ্লিকারে, ফেসবুকে ইত্যাদী ইত্যাদী সব যায়গায়।

৩. যে যে ই-মেইলই ব্যবহার করি না কেন মাত্র এক ক্লিকেই বাংলায় ই-মেইল লিখা ও পাঠানো যাবে। এমন কি মেসেন্জারগুলোতে চ্যাট করতে পারব।

৪. এতে চারটি কিবোর্ড দেয়া আছে, যথা- জাতীয়, বর্ণনা, ইউনিজয়, অভ্র ইজি, অভ্র ফোনেটিক। এর যেকোনটি ব্যাবহার করা যায়। এগুলো পছন্দ না হলে নিজের ইচ্ছামত কিবোর্ড লে-আউট তৈরি করে নেয়ার সুযোগ আছে। এমন অসাধারন সুযোগ আর কোথায় আছে?

৫. যে কিবোর্ড লে-আউট ব্যবহার করবেন তার লে-আউট এক ক্লিকেই দেখতে পারবেন।

৬. আছে কিবোর্ড ছাড়া শুধু মাউস দিয়ে লেখার সুবিধা।

৭. ফাইল ফোল্ডারের নাম বাংলায় লিখতে পারবেন।

৮. এর রয়েছে পোর্টেবল (বহনযোগ্য) ভার্শন, যা দ্বারা অন্যদের কম্পিউটারে যেখানে অভ্র ইন্স্টল করা নেই সেখানে পেন ড্রাইভ হতে সহজেই অভ্র ব্যবহার করতে পারবে।

☺ সবচে বড় কথা এসব কাজ হবে মাত্র এক সফটওয়ারে। এবং এই অসাধারন সফটওয়ারটি পুরোই ফৃ। আমরা যেমন বিজয় ব্যবাহার করতাম না কিনে বাংলায় যাকে বলে চুরি করা বা কম্পিউটিং পরিভাষায় পাইরেটেড, অভ্র তা নয়। এই অনন্য সফটওয়ারটি তৈরি করেছেন মেহেদী হাসান খান। এবং এটি বিতরন করছে ওমিক্রনল্যাব।

তাহলে দেখে নিন কিভাবে অভ্র ইন্সটল করতে হয়। অভ্র ইন্সটল করার আগে ডাউনলোড করতে হবে, এর আকার ১০.৭ মেগাবাইট।

ডাউনলোড লিংক: http://www.omicronlab.com/avro-keyboard-download.html এই লিংকে অভ্র ডাউনলোডের পাচটি লিংক আছে। সুবিধার জন্য লিংকগুলো এখানেই দিয়ে দিচ্ছি-

1. নিপুনওয়েভ- http://www.niponwave.com/download-area/setup_avrokeyboard_4.5.1.exe
2. মারুফ- http://maruf42.com/omicronlab/setup_avrokeyboard_4.5.1.exe
3. পল্লব- http://www.pallab.com/downloads/avro/setup_avrokeyboard_4.5.1.exe
4. প্রজন্ম- http://softwares.projanmo.com/avro/setup_avrokeyboard_4.5.1.exe
5. ওমিক্রন ল্যাব- http://www.omicronlab.com/download/setup_avrokeyboard_4.5.1.exe

ইন্সটল:

১. যে ফাইলটি ডাউনলোড করলেন (-আইকন যুক্ত) তার উপর ডাবল ক্লিক করুন।

Next বাটনে ক্লিক করুন।

২. I accept the agreement –এর বাটনে ক্লিক করে Next করবেন। আমার জীবনে এই জাতীয় জিনিস মাত্র দুইবার পড়েছি।

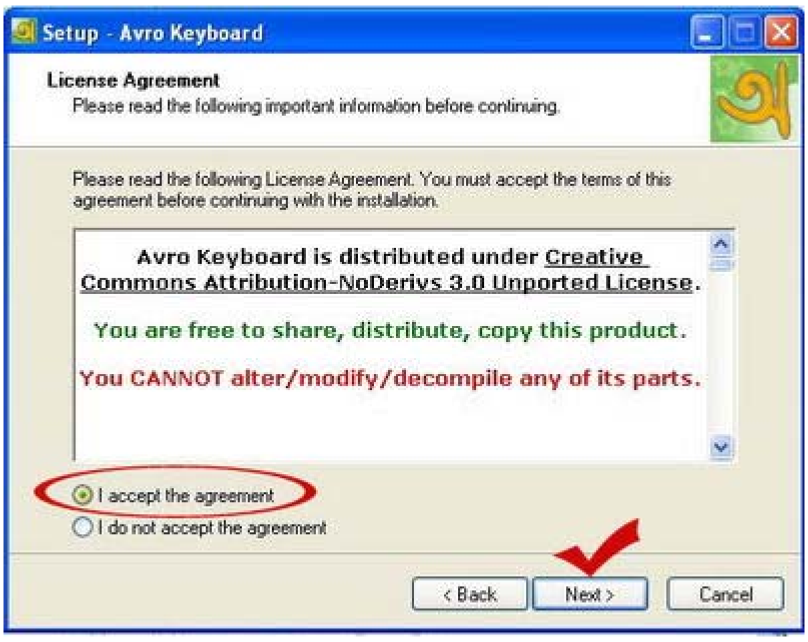

৩. এর পরের দুটো পদক্ষেপে চোখ বন্ধ করে Next করবেন। খোলা থাকলে সমস্যা হতে পারে।

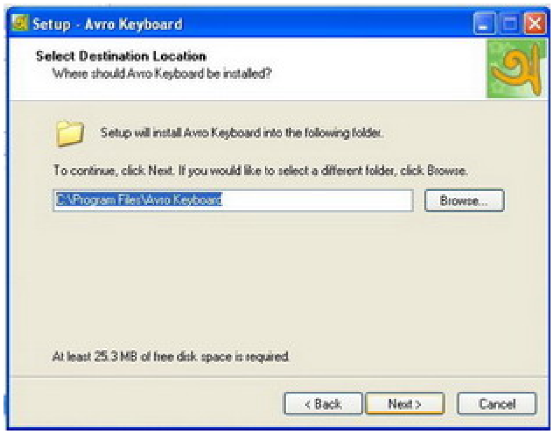

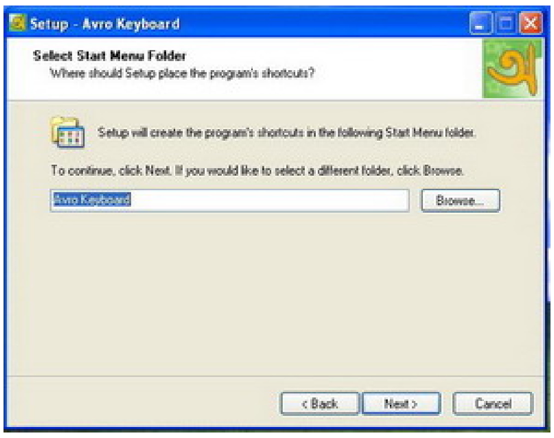

৪. আসামি বা ভারতীয় বাংলা না সিলেক্ট করে Use Bangla (Bangladesh) Language (এটা সিলেক্ট করাই থাকে) সিলেক্ট করে Next করুন, নিচের ছবিতে যেভাবে আছে।

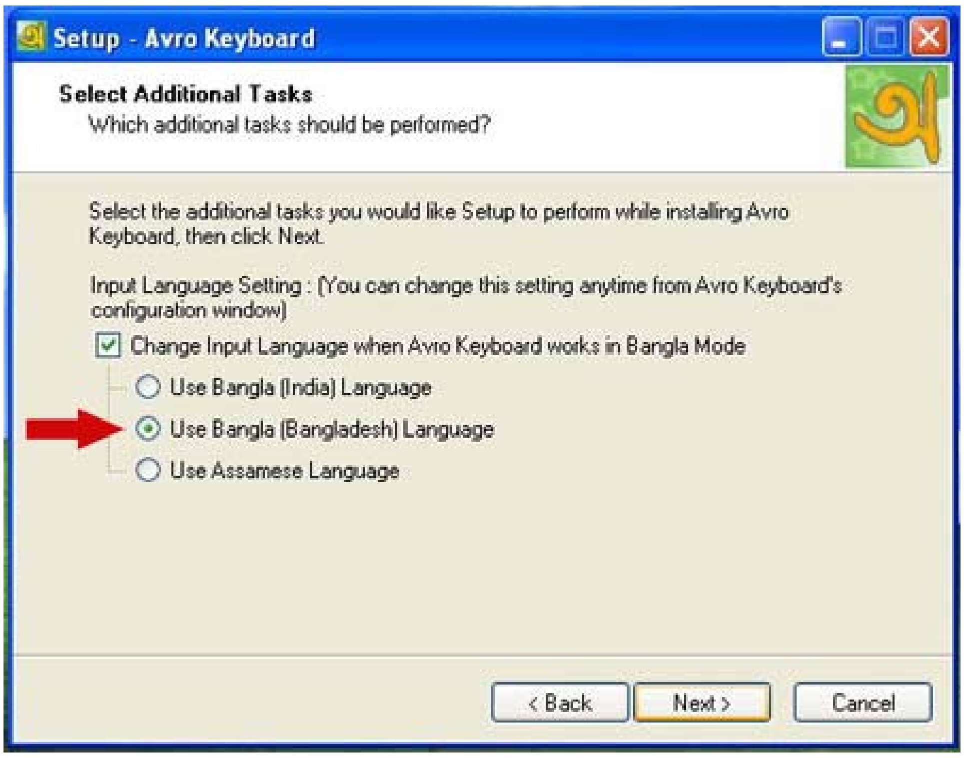

৫. রেললাইন বহে সমান্তরাল (ইন্সটল হচ্ছে)-

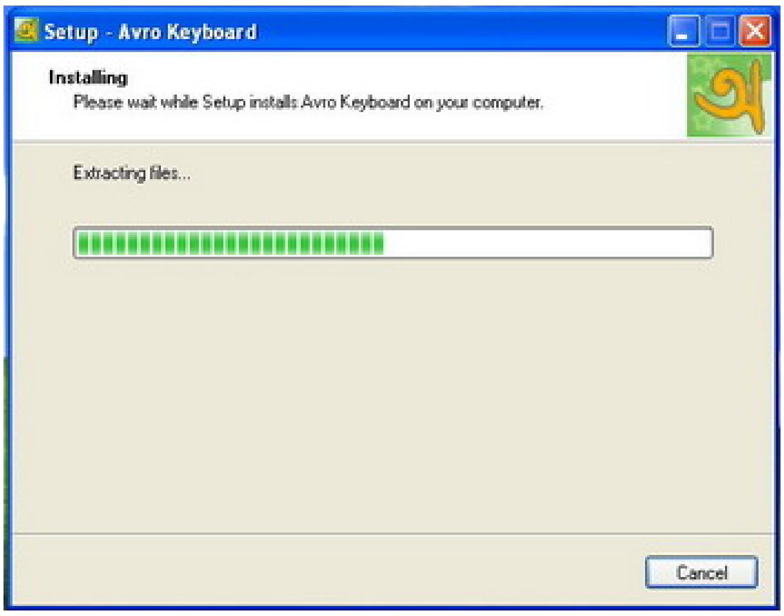

৬. ফিনাইশ করুন-

৭. ফিনিশ বাটনে ক্লিক করার পর এটা আসবে। Install Indic Support-এ ক্লিক কর। এর পর তেমন কিছু হবে না, শুধু কিছু ফাইল কপি হতে থাকবে। এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। যদি ইন্ডিক সাপোর্ট ইন্স্টল না করা হয় ফাইল ফোল্ডারের নাম বাংলায় লিখলেও তা দেখাবে চতুর্ভুজ ক্ষেত্র। পরবর্তীতে অভ্র চালু করলে আবার ইন্ডিক সাপোর্ট ইন্সটল করবেন। অতএব এটি পরেও ইন্স্টল করে নেয়ার সুযোগ আছে। আর icomplex ইন্স্টল করা থাকলে এটি করতে চাইবে না।

৮. Next

৯. এইবার ঠিক কর কিভাবে অভ্র চালু করবেন। আগে যখন বিজয় ব্যবাহার করতে Ctrl+Alt+B চাপতে এখন ইচ্ছা করলে সেই পদ্ধতিটি বজায় রাখতে পারেন। তবে সহজীকরনেরে এই যুগে ইহা অচল। তাই Single Keystroke-এ যে কোন Key নির্ধারিত করে দিতে পারেন। আমার পরামর্শ F9 দিন, এটাই সহজে হাতের কাছে পাবেন। নিচের ছবির বৃত্ত চিহ্নিত স্থানে ডাউন এ্যারোতে ক্লিক করে Key বাছাই করে Next করে দিন। এট পরে পাল্টে নেয়ার সুযোগ আছে। তবে এই সব নিয়ে আপাতত চিন্তা না করলেও চলবে। পরে মাত্র দুই ক্লিকে এটি পাল্টে নিতে পারবেন।

১০. Next করে দিন। তবে আমি তার আগে আমেরিকান ইংলিশ নয় বৃটিশ ইংলিশ-এ টিক (☑) দিয়ে দিই।

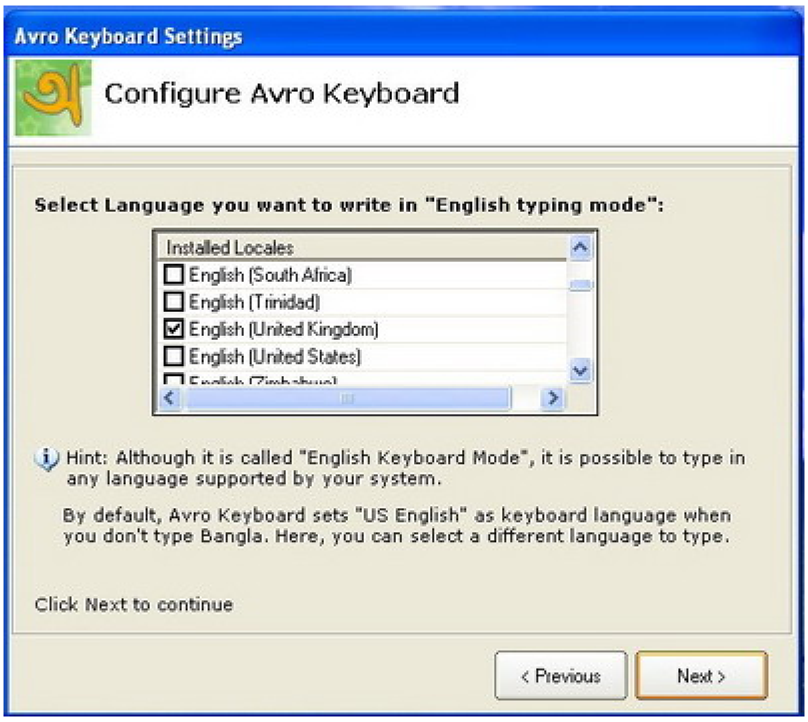

১১. এইবার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে হবে। ঠিক করে নিন বিলেত ঘুরে বাংলায় যাবেন না নিজের বর্ণমালায় লিখবেন। Traditional Fixed Keyboard সিলেক্ট করে নেক্সট করে দিন। আর যদি ফোনেটিক পছন্দ করেন তবে আমি নাই, ফোনেটিক সিলেক্ট করলে আরও কয়েকটি ধাপ আছে। ফোনেটি হচ্ছে ইংরেজী বর্ণের উচ্চারণ ভিত্তিক বাংলা লেখার পদ্ধতি। এটা দিয়ে ঠেকার কাজ চলতে পারে, একটি ভাষাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। ইংরেজী বর্ণের উচ্চারণ মাথায় রেখে বাংলা লেখা(!)- বাংলা ভাষার একজন ভক্ত ও সেবক হিসেবে আমি তা মেনে নিতে পারি না।

১২. এবার কিবোর্ড লেআউট বাছাই করতে হবে। কিবোর্ড লে-আউট নিয়ে পরে বিস্তারিত বলার ইচ্ছা আছে। আপাতত যে কোন একটি সিলেক্ট করে সিলেট চলে যান, বাড়ী ফেরার রাস্তা আছে। যদি আগে বিজয় কিবোর্ড নখদর্পনে থাকে তবে ইউনিবিজয় সিলেক্ট করুন, এটা বিজয়েরর মত। আর যারা কোন কিবোর্ড জান না তারা পরে লে-আউট দেখে যেটা ভাল লাগে সেটাই নেবেন।

১৩. এবার পুরোনো স্টাইল আর আধুনিক স্টাইল দেখছেন, যেটা ভাল লাগে সেটা বেছে নিন। এটা নিয়েও বেশি চিন্তার কিছু নেই, পরে বদলানো যায়। দেখতেই পারছেন আধুনিক পদ্ধতিতে মোহনা বানানে একটি বাটন কম চাপতে হচ্ছে। তবে আমি দেখেছি পুরোনো স্টাইল নিলেও দুইভাবেই লেখা যায়।

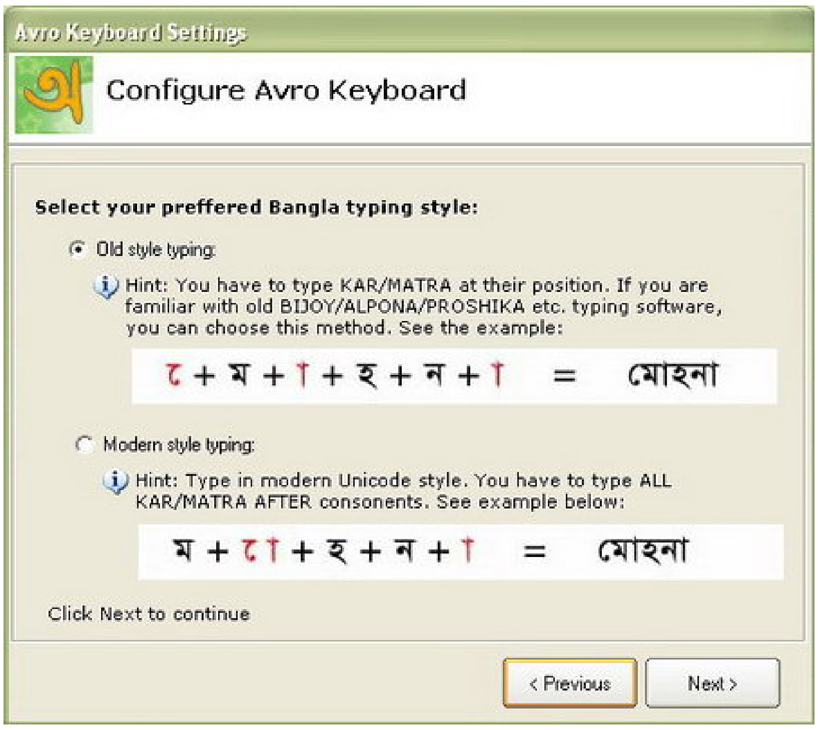

☺ ব্যাস! শেষ, এবার শুরু করে দিন বাংলা লেখা।

অভ্র চালু করলে অভ্রর কন্ট্রোলবার টি ডিসপ্লের উপরের প্রান্তে দেখাবে। অভ্র দিয়ে বাংলা লিখতে হলে F9 বা যে যে ‘কি’ সিলেক্ট করেছেন সেটিতে চাপ দিন।

English Keyboard Mood-

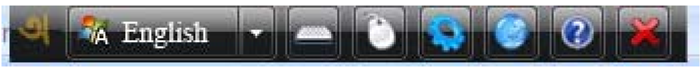

বাংলা কিবোর্ড মুড (9F বা নির্ধারিত বাটনে চাপ দিলে এমন দেখবে)-

এখন লিখুন। সাধারনত আলাদা কোন ফন্ট সিলেক্ট করতে হবে না, অটোমেটিক বৃন্দ ফন্টটি সিলেক্ট হয়ে যাবে। তাবে অন্য কোন ফন্ট দিয়ে লিখতে চাইলে তা সিলেক্ট করতে হবে। কোন ফাইল বা ফোল্ডারের নাম বাংলায় লিখতে চাইলে অভ্র একটিভ করার key চেপে অভ্র একটিভ করে তারপর লিখলে বাংলা লেখা হবে। এভাবে যে কোথাও বাংলা লেখা যাবে।

ফন্ট:

উইন্ডোজে একটি ইউনিকোড ফন্ট দেয়া থাকে যার নাম 'বৃন্দ' (Vrinda)। কিন্তু ফন্টটির আকার খুব ছোট হওয়ায় লেখা খুব ছোট দেখা যায়। তাই এখন দরাকার নানান রকম ইউনিকোড বাংলা ফন্ট।

http://www.omicronlab.com/bangla-fonts.html -এখানে বেশ কিছু বাংলা ইউনিকোড ফন্ট পাবেন। ডাউনলোড করে নিন।

ফন্ট ফিক্সার:

যেমন ধরুন একটি ফাইল বা ফোল্ডারের নাম অভ্রর সাহায্যে বাংলায় লিখলেন, কিন্তু লেখা খুব ছোট দেখাচ্ছে। সেই ফোল্ডার বা ফাইলটি খুললে বারে তার নাম খুব ছোট দেখাচ্ছে যা প্রাই বুঝা যায় না। ইউনিকোড ব্যবহৃত বাংলা ওয়েব সাইটগুলোতে গেলে লেখা দেখায় খুব ছোট। এজন্য দরকার বৃন্দকে পাল্টে অন্য কোন ফন্ট ডিফল্ট করে দেয়া। এজন্য ছোট্ট একটি টুল ব্যবহার করতে হবে, যার নাম Font Fixer. মাত্র ৭২ কিলোবাইটের এই টুলটি ইন্সটল করতে হয় না।

এটি ডাউনলোড করবেন এখান থেকে- http://www.vistaarc.com/downloads/?id=1

কর্ম প্রক্রিয়া:

১. ডাউনলোড হবার পর সাফওয়াটির আইকনের উপর ডাবল ক্লিক করুন। এই স্ক্রনটি আসবে। Run বাটনে ক্লিক করতে হবে। তবে তার আগে Allwayes ask before opening this file –এর টিক (☑) উঠিয়ে দিলে এটি আর আসবে না।

২. এবার যে উইন্ডোটি আসবে তার মাঝে ডাউন এরোটিতে ক্লিক করে পছন্দসই একটি ফন্ট সিলেক্ট করে নিন। আমার পছন্দ বাংলা ও সিয়াম রুপালী ফন্টদুটি। বাংলা ফন্টটি সুন্দর এবং সিয়াম রুপালী ফন্টটি যথেষ্ট বড়।

৩. এবার নিচের দুটোতেই টিক (☑) চিহ্ন দিন। তার পর Fix It.

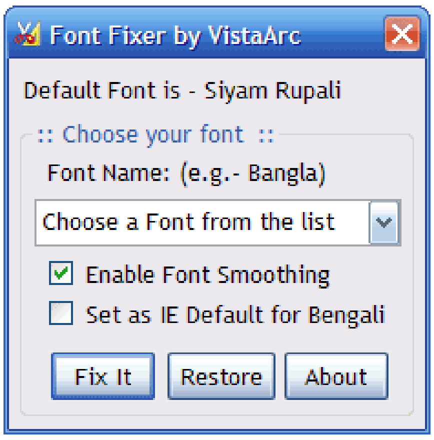

৪. Just OK

৫. এবার রিস্টার্ট (Yes) করে ফেলুন। রিস্টার্ট না করলে এফেক্ট ঠিকমত পাবেন না।

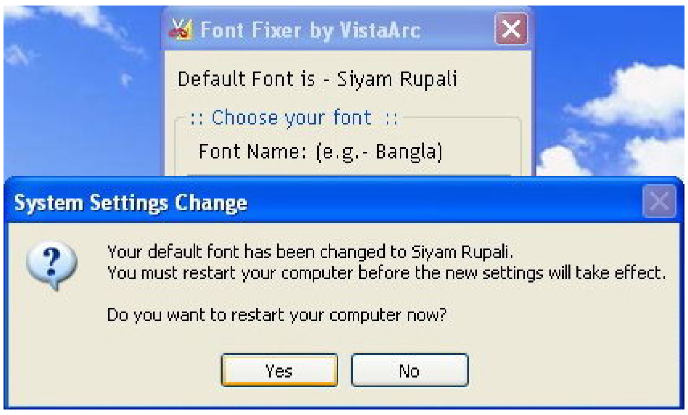

রিস্টার্ট করার পর এবার দেখ ফাইল ফোল্ডারগুলোর নাম পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে, এবং বাংলায় ফাইল বা ফোল্ডারের নাম লেখা যাচ্ছে। এভাবে যখন ইচ্ছা ডিফল্ট ফন্ট পাল্টে নিতে পারবেন।

এখন লিখতে থাকুন স্বাধীনভাবে। অভ্রের বিভিন্ন ফিচার, বাংলায় চ্যাট, কিবোর্ড, যুক্তাক্ষর ইত্যাদী বিষয়ে আরেকটি পোস্ট লেখার ইচ্ছা আছে। আপততঃ All Programs থেকে Avro Keyboard> Help –এ বেশ কিছু টিউটুরিয়াল ফাইল পাবেন। এডোব রিডার দিয়ে ফাইলগুলো পড়ুন।

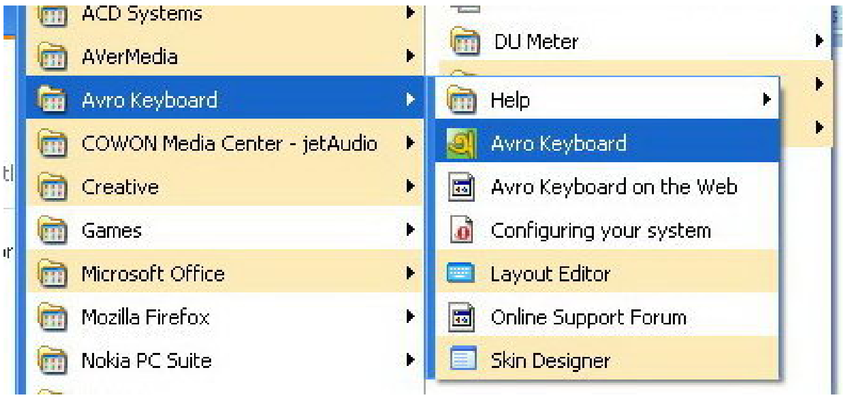

দ্রষ্টব্য: এডোব ফটোশপ ইউনিকোড সাপোর্ট না করায় ফটোশপে অভ্র দিয়ে লেখা যোগ করা যায় না (ফটোশপ ৮ পর্যন্ত)।

এই টিউটিুরিয়ালেরর বিষয়বস্তু:

১. অভ্র ইন্স্টল করা।

২. ইউনিকোড ফন্ট ইন্স্টল।

৩. ফন্ট ফিক্সারের ব্যাবহার।

এরপরের টিউটুরিয়ালের থাকছে- অভ্রের বিভিন্ন ফিচার, অভ্র কাস্টমাইজ করা, বিভিন্ন কিবোর্ড, অভ্রের সাহায্যে ইন্টরনেটে লেখালেখি, মেসেন্জারে বাংলায় চ্যাট করা।

টিউটুরিয়ালটি সহজকরে লেখার চেষ্টা করা হয়েছে তাই হয়তো টেকনিক্যাল শিষ্টচার সঠিকভাবে সংরক্ষিত হয় নি।

■ পারভেজ রবিন

■ www.theuglyasian.wordpress.com